তারিখ ... 15 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পাঠ

ড. নীলিমা আফরিন

মানব মনের ওপর সাহিত্যের প্রভাব শুধু অপরিহার্য নয়; অনিবার্যও বটে। সাহিত্যের চর্চা মানুষকে শুধু নীতিবান নয়, রুচিবানও করে। সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি, ভালো মানুষ তৈরিতে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। সংযত ভাষা, বিনয়ী ব্যবহার, মার্জিত রুচি, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির অধিকারী মানুষ শুধু সমাজকেই উন্নত করে না, অলঙ্কৃতও করে। আর এসব গুণ সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে।

সাহিত্য পাঠ বা সাহিত্যের রস শুধু যে মানুষের মনকে উন্মুক্ত করে তা নয় বরং এটি মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় দূর করার আগ্রহেরও জন্ম দেয়। সাহিত্যের চর্চার অভাবেই আজ দেশ গভীরভাবে আপনাকে হারিয়েছে। নিজস্ব পরিচয়ের ক্ষেত্র প্রশস্ত করতে পারলেই মূল্যবোধের জায়গাটি পরিচ্ছন্ন এক মানস সরোবরে রূপ নেবে। আর এটি বিনির্মিত হবে সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশুদ্ধ অনুশীলন ও পরিচর্যায়।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় সব ধরনের সাহিত্যের উচ্চতম ডিগ্রি দেওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা আছে; কিন্তু প্রাইভেট ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টি ছাড়া বাংলা সাহিত্যে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের কোনো ব্যবস্থাই নেই। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের কোনো বিভাগ নেই। যে বাংলা ভাষার জন্য আমরা সংগ্রাম করেছি, রক্ত দিয়েছি; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে বিশ্বদরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেই ভাষায় রচিত সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চাকে পাশ কাটিয়ে বিপুলসংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টির সম্মানিত ব্যক্তিবর্গদের বুঝতে হবে বাংলা সাহিত্য, বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির ইতিহাস, তার দর্শন, মনস্তত্ত্ব যদি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় অন্তর্ভুক্ত করা না যায়, তাদের মননশীলতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া না যায় তাহলে সৃজনশীল, সভ্য, পরিশীলিত, শিক্ষিত সচেতন নাগরিক শ্রেণী গড়ে উঠবে না। ফলে হারিয়ে যাবে দেশপ্রেম, ফুরিয়ে যাবে প্রকৃত মনুষ্যত্ববোধ। আমরা হারিয়ে ফেলব বিপুল সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে। বৃত্তবন্দি হয়ে পড়বে বিরাট সংখ্যক মেধাবী তরুণ-তরুণী শিক্ষার্থী, তদুপরি নাগরিক সমাজ। তাই এগিয়ে আসতে হবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ট্রাস্টিদের; এগিয়ে আসতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বিন্দু বিন্দু আলো থেকেই একদিন সিন্ধু সমান আলো জ্বালানো সম্ভব। আর সেই আলোকরশ্মিতে আলোকিত হয়ে উঠবে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম।

শামসুর রাহমান ২০০৩ সালের ১২ আগস্ট আমাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নতুন প্রজন্ম নিয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'উগ্র মৌলবাদী দল যতই আস্ফালন প্রদর্শন করুক, এতে আমি খুব হতাশ নই। হতাশ নই এ জন্য যে, অন্ধকার যতই হোক, আলো আসবেই। হয়তো আমি থাকব না। নতুন প্রজন্মকে আপনারা বোঝাবেন। কিছু কিছু মানুষ বুঝবে। মানুষ সব সময় আলোর প্রত্যাশী।'

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠকক্ষ

প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর অভিমত এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তার মতে, 'শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, পাঠ্যসূচিতে ইতিহাসের জায়গায় শিল্পকলা বা মনস্তত্ত্ব বসালেই যথেষ্ট হবে কিংবা দেশ-বিদেশের ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করার বদলে রান্নাবান্না শিখলেই চলবে। এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যার সাহায্যে স্বপ্নের ওই আত্মসচেতনতার, প্রতিহিংসাপরায়ণতার ওই বন্ধন ছিন্ন করে বের হয়ে আসা যায়, যার সাহায্যে দেশের জীবন ও সমাজের সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টি হয়। এই শিক্ষায় সাহিত্য একটা বড় স্থান নিতে পারে। কেননা সাহিত্য মানুষকে এই বোধ তৈরি করতে সাহায্য করে যে, প্রত্যেকটি মানুষ অনন্য। অতএব তুলনাবিরহিত, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য আবার আত্মবিস্মৃতিও শিক্ষা দেয়, নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া, ছাড়িয়ে গিয়ে অন্যের দুঃখের দুঃখী হওয়ার শিক্ষার সাহিত্যে লভ্য।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দার্শনিক সংঘের (১৯২৫) সভাপতির অভিভাষণে বলেছিলেন : 'মানব সভ্যতার দুটি দিক– এক, বাস্তব জীবনের পুরো সংস্থান করা। আর এক, অন্তর্জগৎকে জাগিয়ে তোলা। এই জাগিয়ে তোলার কাজ করেন তত্ত্ববিজ্ঞানী, কবি, শিল্পী– এঁরাই।'

আর এই জাগিয়ে তোলার প্রয়োজনেই দরকার বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিনির্মাণ। বিনির্মাণ কীভাবে হবে? উত্তর এক কথায় বলতে গেলে বিনির্মাণের দায়িত্ব সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের। সামাজিক এই অবক্ষয় ঠেকাতে হলে সমাজের মুখ্য অংশে জ্ঞানের ও সংস্কৃতির শাসন প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। মানুষ স্বেচ্ছায় কখনও সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হয় না। একটা জীবনবিরোধী, সভ্যতাবিরোধী ইন্ধন তাকে কুপথে চালিত করে। সেই ইন্ধন জোগানদাতাদের জব্দ করার জন্য প্রয়োজন মানস বিপ্লবের। আর এই মানস বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন সাহিত্য ও সংস্কৃতির গভীর পরিচর্যা ও অনুশীলন।